যুগান্তর

তারিখ 8 OCT 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

উপকূলের গ্রাম উত্তর গাজীমাহমুদে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে গ্রামীণফোনের 'আলোকদ্বীপ'

মমিনুল হক আজাদ, *বরগুনা থেকে ফিরে*

বঙ্গোপসাগরের অদূরে অবস্থিত উত্তর গাজীমাহমুদ গ্রাম। ২০০৭ সালের নভেম্বরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোর একটি এটি। ভয়ংকর দানব সিডরের আঘাতে স্বজন হারানোর ক্ষত এখনও শুকায়নি সেখানকার মানুষের মন থেকে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলার চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বরগুনা সদর উপজেলার নলটোনা ইউনিয়নে অবস্থিত এই গ্রামের এদিক-সেদিক। তারপরও জীবনসংগ্রামে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন গ্রামের সাহসী, উদ্যমী ও সংগ্রামী মানুষগুলো। শুধু জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকা নয়, নিজেদের পরবর্তী প্রজন্ম শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েও তারা কিছুটা সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। ঠিক এই সময়েই গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়াল গ্রামীণফোন। দেশের শীর্ষ এই টেলিকম কোম্পানি তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উত্তর গাজীমাহমুদে চালু করেছে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাম্প ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় আলো : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

যুগান্তর

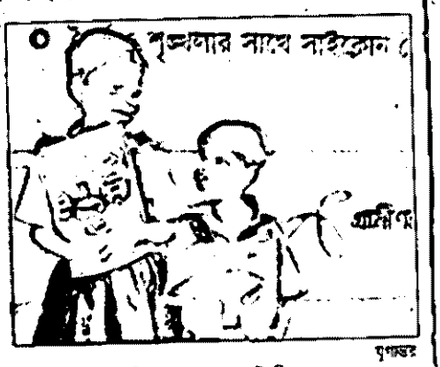

বরগুনায় আলোকদ্বীপে অধ্যয়নরত দুই শিশু

আলো : শিক্ষার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্র 'আলোকদ্বীপ'। এটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত করা হলেও সারাবছর এতে চলবে এলাকার ছোট ছোট শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম। সমন্বয়ে দোতলা পাকা ভবনে গ্রামের ছোট ছোট শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। যদিও এর কিছুদিন আগে থেকেই শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক কাজ চলছিল। উপকূলের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর প্রত্যয়ে প্রাথমিকভাবে আলোকদ্বীপে শুধু প্রে গ্রুপ চালু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০। কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোনের। পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও এটিকে ব্যবহারের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এছাড়া আরও বিভিন্ন শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বহুমুখী কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে এটিতে রূপান্তরের ভাবনাও রয়েছে। গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ আলোকদ্বীপের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের নিয়ে যায় গাজীমাহমুদে। সেখানে কথা হয় গ্রামবাসী, আলোকদ্বীপের ছাত্রছাত্রী এবং আলোকদ্বীপের সার্বিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণফোনকে সহায়তাকারী বেসরকারি সংস্থা রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-আরডিএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এ সময় গ্রামীণফোনের সিএসআর বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। আরডিএফের পরিচালক আবুল কাসেম যুগান্তরকে জানান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রটিতে এখন ছাত্রছাত্রী ৩০ জন। একজন শিক্ষক তাদের পড়াচ্ছেন। শিগগিরই আরও কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। বাচ্চাদের বিনামূল্যে বই দেয়া হয়েছে। এখানে মূলত খেলার ছলে শিশুদের পড়ানো হচ্ছে। তিনি জানান, কয়েকবছরের মধ্যে আলোকদ্বীপে বাচ্চাদের নার্সারিসহ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এখানকার প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাশেষে ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে ভর্তি, এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা তাদের সহযোগিতা করব। গ্রামীণফোনের সহযোগিতা পেলে এটিকে ঘিরে আরও অনেক শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কাজ শুরু করার ইচ্ছা রয়েছে আমাদের। গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আলোকদ্বীপ তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ আশার সঞ্চার করেছে। তারা এটিকে নিয়ে খুবই আশাবাদী। আবদুল কুদ্দুস মাস্টার, দেলোয়ার হোসেন, শামসুল আলমসহ গ্রামবাসীর অনেকে যুগান্তরকে জানান, সিডরের আঘাতে উত্তর গাজীমাহমুদে মোট ৪৮ জন মানুষ মারা গেছে। পর্যাপ্ত ও ভালো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র থাকলে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হতো। সিডরের আগে গ্রামের প্রায় ৩ হাজার মানুষের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ছিল মাত্র একটি। তাও ছিল নড়বড়ে। সর্বশেষ গ্রামীণফোনের উদ্যোগে এই আশ্রয় কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হল। ব্যতিক্রমী উদ্যোগ থাকায় এই আশ্রয় কেন্দ্রটিই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে।